© WWW.NILNIRJON.COM
(Valobashar Onno Onghsho NilNirjon)

চাকরী

CK99

লোপার বাবা হঠাৎ মারা গেল। লোপার কোন ভাই বোন নেই। ওদের কোন নিকট আত্মীয়স্বজন ও নেই যে ওদেরকে সাহায্য করবে। ওর মা অসুস্থ। তাই হঠাৎ করে লোপার ঘাড়ে সংসারের সব দায়িত্ব এসে পড়ল। সে মাত্র ইনটারমিডিয়েট পরীক্ষা পাশ করেছে। সে জানে না এই যোগ্যতা দিয়ে সে কোন চাকরী পাবে কিনা। সারাদিন সে বিভিন্ন অফিসে অফিসে ঘুরে, আর ব্যর্থ হয়ে বাসায় ফেরৎ আসে। এই সময় ওর দুর সম্পর্কের এক চাচা লোপার বাবার মারা যাওয়ার খবর পেয়ে দেখতে আসে। এই চাচাটাকে লোপা একদম পছন্দ করে না। এই লোক অনেকদিন পর পর আসতো আর আদর করার ভান করে লোপাকে জড়িয়ে ধরতো। তখন লোপা ক্লাস সিক্স এ পড়ত মাত্র। কিন্তু এই কথা লোপা কাউকে কোনদিন বলতে পারেনি লজ্জার জন্য।
আজ অনেকদিন পড়ে এই লোকটাকে দেখে লোপা খুশি হতে পারল না। সে সালাম দিয়ে ড্রয়িং রুম থেকে চলে গেল। কিন্তু ওর এই চাচা ওকে ডেকে পাঠাল। সে এসে সোফায় বসল।

অনেকদিন পর লোপাকে কাছ থেকে দেখতে পেল ওর চাচা বশির সাহেব। তিনি বললেন
-'শুনলাম মা, তুমি নাকি চাকরীর চেস্টা করছ?'
-'জ্বী চাচা।'
-শোন মা, তুমি এইভাবে কোন রেফারেন্স ছাড়া চাকরী কোনদিন পাবে না। আমি তোমাকে একটি লোকের ঠিকানা দিচ্ছি, তুমি কালকেই ওনার অফিসে গিয়ে ওনার সাথে দেখা করবে। আমি আজ সন্ধ্যায় ওনাকে তোমার কথা বলে রাখব। ওই লোক তোমাকে অনায়াসে একটি ভাল চাকরি দিয়ে দেবে।
চাকরির এরকম অভাবনীয় আশ্বাস শুনে লোপা খুব খুশি হয়ে গেল। ওর মা লোপাকে ধমক দিয়ে বললেন
-কী হল, তোর চাচাকে সালাম কর--এরকম একটি উপকার করলেন !
লোপা নিচু হয়ে চাচাকে সালাম করল, কিন্তু ওর মা লক্ষ্য করলেন না, কি অসভ্য ভাবে বশির সাহেব লোপার বুকের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কারণ লোপা যখন সালাম করার জন্য নিচু হয়েছিল তখন ওর কামিজের ফাঁক দিয়ে ওর সুন্দর , ফর্সা বুকের প্রায় অনেকটা দেখতে পাচ্ছিল বশির সাহেব। আর উত্তেজনায় ওনার চোখ চকচক করধছিল। কারণ লোপাকে নিয়ে ওনার একটি অশ্লীল প্ল্যান আছে। উনি বুঝে গেছেন, ওনার প্ল্যান সফল হতে আর দেরী নেই।
বশির সাহেবের মতো একজন খারাপ লোকের লোভি দৃস্টি লোপার মতো একটি সুন্দরী, সেক্সী মেয়ের উপর তো পড়বেই। লোপা যখন রাস্তা দিয়ে হেটে যায় তখন সব লোক ওর আকর্ষনীয় বুক আর ভারী নিতম্বের দিকে

© www.NilNirjon.com

© WWW.NILNIRJON.COM
(Valobashar Onno Onghsho NilNirjon)

তাকিয়ে থাকে। লোপার মতো একিসাথে সুন্দরী আর স্লিম সেক্সী মেয়ে সচরাচর দেখা যায়না। তাছাড়া ও খুবই ফর্সা।
পরের দিন সকালে লোপা ঠিকানা অনুযায়ি মতিঝিলের একটি অফিসে গিয়ে আসলাম নামের একটি লোকের সাথে দেখা করল। আসলাম বেশ হ্যান্ডসাম দেখতে। তবে লোপাকে দেখেই ওর লিঙ্গ শক্ত হয়ে গেল। এমন সেক্সী আর সুন্দরী মেয়ে সে আর দেখেনি। সে অনেকদিন এমেরিকায় ছিল ।
সে মনে মনে ভাবল, লোপাকে যদি চুল রং করিয়ে সোনালী করে দেওয়া হয় আর চোখে নীল কন্টাক্ট লেন্স লাগিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে অনায়াসে ওকে বিদেশী মেয়ে বলে চালানো যাবে। সে এমেরিকায় থাকার সময় অনেক সাদা মেয়েকে চুদেছে, আজ লোপাকে দেখেই সেই সব চোদার ঘটনাগুলো মনে পড়ে গেল। সে মনে মনে বশির সাহেবের প্রশংসা করল। লোপার মতন এমন মাল যে বাংলাদেশে আছে সে কল্পনাই করতে পারেনি। সে ঠিক করল, এই মেয়েটাকে যেভাবেই হোক শারিরীকভাবে ভোগ করতেই হবে।
সে বলল
-বশির সাহেব তোমার কথা আমাকে বলেছেন-আমি তোমার চাকরীর একটা ব্যবস্থা করব। কিন্তু You have to prove yourself. বুঝতে পেরেছ?
-জ্বী স্যার।

-That's a good girl. তাহলে আজ সন্ধ্যায় আমাদের হেড অফিসে চলে এস, আমার পার্টনার আর আমি তখন তোমার ইন্টারভিুউ নেব।
-স্যার সন্ধ্যায় ইন্টারভিউ? এখন নেবেন না?---লোপা বেশ অবাক হয়ে গেল।
-আমাদের কোম্পানী সময়ের মূল্যতে বিশ্বাস করে, তাই অফিসের টাইম-এ এই সমস্ত বিষয় কাভার করা হয়না, সময় বাঁচানোর জন্য এসব ব্যাপার সন্ধ্যার সময় করা হয়। তোমার কোন আপত্তি আছে?
-না স্যার।
-তাহলে এই নাও ঠিকানা, ঠিক সন্ধ্যা সাতটার সময় চলে আসবে-OK ?
-OK Sir.
লোপা আসলাম সাহেবের ব্যবহারে খুব খুশি হল। কারন এই লোকটি ওর শরীরের দিকে কোন নোংরা দৃস্টি দেয়নি। এতদিন সে যখন চাকরি খুঁজছিল বিভিন্ন জায়গায়, প্রায় প্রত্যেক অফিসের লোকগুলি যেন ওকে হা করে গিলছিল। এই লোকটিকে ওর খুব ভদ্র মনে হল।
সন্ধ্যার সময় ও ঠিকানা খুঁজে গুলশানের এক বিরাট বাসায় গিয়ে হাজির হল। দারোয়ান গেট খুলে ওকে সোজা তিন তলায় চলে যেতে বলল।
ও তিন তলায় উঠে এক বিশাল ড্রয়িং রুমে আসলাস সাহেব আর আরেকটি স্যুট পরা অচেনা লোককে দেখতে পেল। সে দুজনকে সালাম দিল। ওরা সালামের উত্তর না দিয়ে লোপার বুকের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর লোপাকে বসতে বলল। লোপা বসল, আর আসলাম লোপাকে বলল
-উনি হচ্ছেন আমার পার্টনার আকরাম।

© www.NilNirjon.com

© WWW.NILNIRJON.COM
(Valobashar Onno Onghsho NilNirjon)

লোপা আবার সালাম দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু আকরাম উঠে এসে লোপার পাশে একদম গা লাগিয়ে বসল আর বলল

-আসলাম আপনি ঠিক-ই বলেছেন , লোপা তো দারুন মাল!

লোপা কিছু বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল। আকরাম লোপার কাঁধে একটি হাত আর ওর কলাগাছের মতো প্রশস্ত উরুতে আরেকটি হাত রাখল। লোপা চট করে উঠে দাঁড়াল।

=আপনারা কি করছেন এসব ! এটাই আপনাদের ইন্টরভিউ ? ছিঃ !!

আসলাম সাহেব হাঃ হাঃ করে হাসলেন---আর আকরাম বললেন

-মেয়েটির তেজ আছে দেখছি। আসলাম তেজী মেয়ে আমার খুব পছন্দ। ওদের সেক্স খুব বেশি হয়।----

আসলাম সাহেব লোপাকে বললেন

-দেখ লোপা--এই যুগটাই হচ্ছে গিভ এন্ড টেকের যুগ। তোমার দরকার চাকরী, কিন্তু চাকরি পাওয়ার মতোন শিক্ষাগত যোগ্যতা বা অভিজ্ঞতা তোমার নেই। কিন্তু তোমার একটি দারুন সেক্সী শরীর আছে, আর আমরা জাস্ট একটি বারের জন্য তোমার ওই শরীরটা টেস্ট করে দেখতে চাই। শুধু একবার। তোমাকে আমরা আজকের পর আর কোনদিন বিরক্ত করব না। আর আমাদের এমন একটি ব্রাঞ্চে তোমার চাকরি হবে, যেখানে আমাদের সাথে তোমার দেখাই হবে না। ভেবে দেখ--মাসে ১০০০০ টাকা বেতন।

লোপার মুখ রাগে লাল হয়ে গেল--এরা এমন অসভ্য জানলে সে কোনদিন এখানে আসতো না। সে বলল

-থাক। আপনাদের চাকরি আমার লাগবে না। আমাকে কোটি টাকা বেতন দিলেও আমি এই চাকরি করব না।

-ভালো করে ভেবে দেখ--শুধু একবার তুমি আমাদেরকে খুশি করবে আর বিনিময়ে পাবে মোটা বেতনের একটি পার্মানেন্ট চাকরি।

-আপনার অফারের জন্য থ্যাংকস। আমি আসি।

এই বলে লোপা ঘুরে দাঁড়াল আর হন হন করে হেঁটে বেড়িয়ে গেল। আর দুই জোড়া লোলুপ চোখ ওর উত্তেজক নিতম্বের উপর আবদ্ধ হয়ে রইল। কী ভিষন সেক্সী ভাবে ওর পেছনটা দুলছিল!

বাসায় এসে লোপা কেঁদে ফেলল। ওকে এরকম ভাবে খারাপ কথা কেউ কোনদিন বলেনি। ওর উরুতে কেউ কোনদিন এইরকম অসভ্যভাবে হাত রাখেনি। ছিঃ। কি খারাপ লোক দুটি ! আর ও আসলামকে ভেবেছিল ভদ্র!

রাত একটু গভীর হতে ওর মা'র কাঁশিটা বেড়ে গেল। কিন্তু ঘরে কোন অষুধ নেই। অষুধ কেনার টাকাই নেই। সে মা'র কাঁশির শব্দ সহ্য করতে পারছেনা। দু হাতে সে কান চেপে ধরল। তার কিচ্ছু ভালো লাগছে না, কেন যে ওর বাবাটা এমন হঠাৎ করে মারা গেল। এখন সে কোন চাকরিও খুঁজে পাচ্ছেনা, আর যারা চাকরি দিতে পারবে, ওরা ওর শরীরটা চায়। তার মরে যেতে ইচ্ছে করছে।

মা'র যন্ত্রনা সে আর সহ্য করতে পারছে না। সে বেঁচে থাকতে মা এত কস্ট করবে তা হতে পারেনা। অনেক ভেবে সে ঠিক করল--যাবে সে আবার আসলামদের কাছে।

ওরা বলেছে শুধু একবার ওকে ওরা উপভোগ করবে। এরপর তো ওর আর এই অসভ্য লোকগুলির সাথে দেখাই হবে না। আর ওর ১০০০০ টাকা বেতনের চাকরি টা আসলেই খুব দরকার। ওরা ওকে করার পর সে সম্পুর্ণ ব্যাপারটা ভুলে যাবে।

লোপা একটা দীর্ঘ নিশাঃস ফেলল। সে দরজা বন্ধ করল। সালোয়ার কামিজ ব্রা পেন্টি খুলে একদম নগ্ন হয়ে গেল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের আকর্ষণীয় শরীরটা দেখল। এই তার দেহ--পুরুষের এত লোভ! নিজের নগ্ন দেহের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওর একটু একটু যৌন উত্তেজনা হতে লাগল। বিছানায় সে নগ্ন হয়েই শুয়ে পড়ল। আর সারাদিনের ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের দিন সে আসলাম সাহেবের অফিসে গিয়ে দেখা করল। আসলাম ওকে দেখেই অশ্লীল ভাবে হাসল। বলল

© www.NilNirjon.com

-কী চাই?
লোপা মাথা নিচু করে বলল
-আমার চাকরিটা দরকার। খুব দরকার।
-হুম । সেটা তো বুঝলাম। কিন্তু এর জন্য যা করতে হবে --সেটা তুমি করতে রাজী আছ?
লোপা ধিরে ধিরে হ্যাঁ-সূচক ভাবে মাথা নাড়ল। মুখে কিছু বলল না। আসলাম বলল
-ঠিক আছে, তাহলে আজকে সন্ধ্যায় চলে এসো---আর বাসায় বলে আসবে যে নতুন চাকরির ট্রেনিং এর জন্য আজ রাত তোমাকে বাসার বাইরে থাকতে হবে। O.K. ?
-সারারাত থাকতে হবে? আমি ভেবেছিলাম রাতে বাসায় চলে যেতে পারব।
-তুমি আমাকে হাসালে দেখছি--তোমাকে টেস্ট করব মাত্র এক বার---আর সেটার জন্য তুমি একটা রাতও sacrifice করবে না?
লোপা আবার মাথা নিচু করে ফেলল। আসলাম বলল-
-কী হল ? Speak up you fuckin girl ! Will you spend the whole night with all of your holes with us or not?
এমন অসভ্য কথা শুনে লোপার ইচ্ছা হল লোকটির মুখে একটি থাপ্পর মারতে। কিন্তু এই সময় ওর মা'র অসুস্থ মুখটি ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল। সে প্রায় ফিস ফিস করে বলল
-Yes, I will.
-Very good girl...See you at 7 in the evening. And I am no cheater, I will give you the appointent letter before I will put my cock inside your holes....okay ? And congratulation on making the right decision. Bye now.
লোপা মাকে বলল যে ট্রেনিং এর জন্য সে রাতে বাসায় থাকতে পারবে না। ওর মা ওর চাকরী পাওয়াতে এতই খুশি হল যে কোনরকম খারাপ কিছু ভাবল না।
লোপা বেশ সাজল। ও এমনিতেই সুন্দরী, আজকে আরো সুন্দর আর সেক্সী লাগছে।
আসলাম-এর বাসার দারোয়ানটি গেট খুলে দিয়ে সরাসরি ওর বুকের দিকে তাকিয়ে বলল ওকে তিনতালায় চলে যেতে। আর ও লন দিয়ে হেঠে যাওয়ার সময় লোপার ভরাট নিতম্বের দিকে তাকিয়ে থাকল----আর নিজের শক্ত লিঙ্গটা ধরে প্যান্টের উপর দিয়েই মালিশ করতে লাগল।
তিনতালায় উঠে রুমে ঢুকতেই আসলাম সোজা লোপার সামনে এসে ওর শাড়ির উপর দিয়ে ওর যোনিতে হাত রাখল--আর বলল-
-কেমন আছ লোপা? তোমার গুদটা তো ভীষন গরম হয়ে আছে মনে হচ্ছে।
এদিকে পেছন থেকে দরজাটা বন্ধ করে আকরাম লোপার ভরাট নরম নিতম্বে হাত রাখল। বলল
=লোপা আপনি ভালো আছেন তো? আপনার পোঁদটা না ভীষন সেক্সী। আপনার যত তেজ আছে -- আজ সব আপনার পোঁদের ফুটোতে ঢুকিয়ে দেব কেমন? ----এটা বলতে বলতেই আকরাম শাড়ির উপড় দিয়েই লোপার নিতম্বের খাঁজটাতে হাত রেখে ডান হাতের মধ্যম আঙ্গুলটি দিয়ে লোপার পোঁদের ফুটোটিতে লাগানোর চেস্টা করল।

www.nilnirjon.com

শাড়ি, সায়া, প্যান্টির উপর দিয়ে তা সম্ভব হল না। অন্য হাতটি সে লোপার ডান স্তনের উপর রাখল।
অপরদিকে লোপার বাম স্তনের উপর আসলামের হাত খেলা করছে।
লোপা চোখ বন্ধ করে ভাবছে -- এসব কিছুই ঘটছে না--সে একটি দুঃসপ্ন দেখছে। আজকের রাতটি পার হলেই সে কাল থেকে নতুন একটি জীবন শুরু করবে, আর আজকের রাতের কথা সব ভুলে যাবে।
এদিকে আসলাম আর আকরাম লোপার নরম শরীরটার উপর যেখানে খুশি সেখানে হাত দিয়ে টিপছে, চিমটি দিচ্ছে। একটু পর লোপার কাঁধের উপর আকরাম একটি কামড় দিল। আর আসলাম ওর ডান কানের লতিতে দাঁত বসিয়ে দিল। লোপা ঠোঁট চেপে সহ্য করতে লাগল।

© WWW.NILNIRJON.COM
(Valobashar Onno Onghsho NilNirjon)

ফট করে টান দিয়ে আসলাম লোপার ব্লাউজটি ছিড়ে ফেলল। আর আকরাম পেছন থেকে টান মেরে ব্রাটি ছিড়ে দিল। লোপা চোখ বন্ধ করে আছে। ওর ফর্সা দুই হাতের বাহু দুটি খামচে শক্ত করে ধরল আকরাম। তারপর এই নরম হাত দুটি টান মেরে পেছন দিকে নিয়ে গেল সে। ফলে লোপার সুন্দর দুধ দুটি উদ্ধত হয়ে আসলামের দিকে যেন তাকিয়ে রইল।

আসলাম লোপার নগ্ন বুকের সৌন্দর্য লোভী দৃস্টিতে দেখল। আকরাম ইশারা করল আসলামকে - ফলে সে সামনে থেকে হেঁচকা টান মেরে লোপার শাড়িটা খুলে ফেলল। আকরাম এখনো লোপার হাত দুটো পেছন দিকে টান মেরে ধরে রেখেছে। সায়া আর প্যান্টি খুলতে আসলামকে কোনই বেগ পেতে হল না।

এখন সম্পূর্ণ নগ্ন লোপা। ওর মেদহীন স্লীম ফিগার, ভরাট নিতম্ব, উদ্ধত স্তনজোড়া , কমলার কোঁয়ার মত ঠোঁট, সর্বপরি ফর্সা নরম শরীর আর সুন্দর চেহারা-- আসলাম আর আকরামকে পাগল করে তুলল। লোপার হাত দুটি ছেড়ে দিল আকরাম। বলল

-লোপা আপনি আসলাম ভাইয়ের দিকে আপনার পোঁদ দিয়ে দাঁড়ান, আর মাথা নামিয়ে আমার ধোনটা মুখে নিয়ে চুষুন তো প্লীজ।

লোপা যন্ত্রের মতো ঘুরে দাঁড়াল, আর সাথে সাথেই আসলাম লোপার মাংসল নিতম্বে ঠাশ ঠাশ করে কয়েকটি থাপ্পর মারল। নরম স্পর্শকাতর অঙ্গে আসলামের শক্ত হাতের থাপ্পর খেয়ে লোপা কেঁপে উঠল।

আকরাম লোপার মাথার চুল মুঠো করে ধরে ওর মাথাটিকে নামিয়ে নিজের খাড়া হয়ে থাকা লিঙ্গের কাছে লোপার সুন্দর মুখটিকে টেনে আনল।

লোপা আকরামের কালো মোটা শক্ত -উত্থিত লিঙ্গটি দেখেই ঘেন্নায় চোখ বন্ধ করে ফেলল। সে ধিরে ধিরে মাথাটি তুলল। আকরামকে ফিস ফিস করে বলল

-মুখে না নিলে হয়না? আপনারা আমাকে যা ইচ্ছা করুন, কিন্তু প্লীজ, লিংগ চুষতে বলবেন না।

লোপার কথার জবাবে আকরাম লোপার ফর্সা গালে ঠাশ করে একটি থাপ্পর মারল, আর একিভাবে চুলের মুঠি ধরে লোপার মুখটি ওর বিশেষ অঙ্গটির সামনে নিয়ে এসে বলল

-চোষ মাগী !!

আকরামের এক চরেই লোপার ফর্সা মুখে দাগ হয়ে গেল। সে আর কথা না বাড়িয়ে আকরামের বিশাল কালো ধোনটিতে ওর লাল ঠোঁট দুটি দিয়ে স্পর্শ করল। আকরাম এবার লোপাকে দু হাত দিয়ে ধোনটি ধরে চুষতে বলল। লোপা বাধ্য মেয়ের মতো তাই করল। লোপার সুন্দর দুই হাত আর মুখের মধ্যে আকরাম ওর কালো মোটা ধোনটি দেখেই আরো উত্তেজিত হয়ে পড়ল। সে লোপার মুখেই ঠাপ দিতে শুরু করল।

এদিকে আসলাম একদলা থুতু হাতে নিয়ে লোপার পোঁদের ফুটোতে মাখাল। এরপর ওর শক্ত ধোনটি সেই ফুটোতে জোড় করে ঢুকিয়ে দিল।

ব্যথায় লোপা কঁকিয়ে উঠল, কিন্তু মুখে আকরামের ধোনটি থাকার কারণে ওর মুখ দিয়ে শব্দ বের হলনা । অল্পক্ষণ পরেই ওদের ঠাপের গতি তীব্র হল। লোপার মনে হল আকরামের ধোনটি ওর গলায় ঢুকে যাবে, এতই বড় ! আর ওর পোঁদে আসলামের ধোনের ঠাপের কারণে ব্যথায় পোঁদটি টনটন করে উঠল। হঠাৎ ওরা দুজনেই থামল।

লোপাকে সোজা করে দাঁড় করাল। আকরাম আর আসলাম একজন আরেকজনকে ইশারা করে বুঝিয়ে দিল ওরা কি করতে চাচ্ছে। কিন্তু লোপা বুঝতে পারল না। তবে সাময়িকভাবে ওদের অসভ্য ক্রিয়া হতে রক্ষা পেয়ে ও হাঁফ ছাড়ল। সে সোজে দাঁড়িয়ে রইল। আকরামকে বলল

-আমি পানি খাব। প্লীজ, আমাকে একটু পানি দিন।

আকরাম ওকে সোফায় বসিয়ে মদের বোতল নিয়ে আসল। লোপা না না করতে লাগল। সে আকরামের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছে। আকরাম ওকে পানি না দিয়ে মদ খাইয়ে মাতাল করতে চায়।

সে অনেক অনুনয় করল। কিন্তু আসলাম ওকে জোড় করে সোফায় চেপে ধরল আর মুখটি দুই হাত দিয়ে হা

© www.NilNirjon.com

© WWW.NILNIRJON.COM
(Valobashar Onno Onghsho NilNirjon)

করিয়ে দিল। আর আকরাম অশ্লীল হাসি হাসতে হাসতে ওর মুখে মদের বোতলটি ঢুকিয়ে দিল। বাধ্য হয়ে লোপা ঢক ঢক করে বেশ অনেকখানি মদ খেয়ে ফেলল। আকরাম লোপাকে হ্যাঁচকা টান মেরে দাঁড় করাল আবার।

এবার লোপার নগ্ন শরীরে ও বোতলের বাকি মদটুকু ঢেলে দিল। মদ লোপার শরীরে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল---একদম কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত। আসলাম আর আকরাম সেই মদের ধারা লোপার শরীর থেকে জীভ দিয়ে চাটতে লাগল। আসলাম চাটছে লোপার শরীরের পেছনের অংশ, আর আকরাম চাটছে সামনের অংশ।

একসময় আকরামের জীভ লোপার যোনিতে আর আসলামের জীভ লোপার পোঁদের ফুটোতে স্পর্শ করল। লোপা এই প্রথম যৌন শিহরণে কেঁপে উঠল। তবে এখন ওর কেমন জানি লাগছে। মদ খাওয়ার ফলে ওর মাথা হালকা হালকা লাগছে। সে নিজের অজান্তেই আকরামের মাথাটি ওর যোনিতে চেপে ধরল।

এদিকে পেছন দিকে আসলাম আবার লোপার পোঁদের ফুটোতে ওর শক্ত ধোনটি ঢুকিয়ে দিল। এবার আর লোপা তেমন ব্যথা পেলনা। আকরাম উঠে দাঁড়িয়ে লোপার মুখটি দুহাত দিয়ে শক্ত করে ধরল। লোপা বড় বড় চোখ করে আকরামের দিকে তাকাল।

লোপার এমন ভীত মুখ দেখে আকরামের কেমন একটা যৌন উত্তেজনা হতে লাগল। সে ধিরে ধিরে তার মুখটি লোপার মুখের উপড় নিয়ে আসল। ওর গরম ঘন নিঃশ্বাস লোপার মুখের উপর পড়তে লাগল। তারপর মাকড়সা যেমন ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকারের উপর, ঠিক তেমনি লোপার সুন্দর মুখের উপর আকরাম যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল, এবং পাগলের মতো লোপার পুরু ঠোঁট দুটি চোষা আরম্ভ করল।

এদিকে লোপার পোঁদটি মারতে মারতে আসলাম ফাটিয়ে ফেলার অবস্থা করে ফেলেছে, তবুও ওর বীর্য বের হচ্ছেনা। লোপা আর সহ্য করতে পারছে না। সে এখন ব্যথা পাচ্ছে পোঁদে।

আর আকরাম লোপার ঠোঁট চুষতে চুষতে আর না পেরে কামড়ে রক্ত বের করে দিল। অসহ্য যন্ত্রনায় লোপা কেঁদে ফেলল। সে বলল কেঁদে কেঁদে

- আমি আর পারছিনা, আমার খুব ব্যথা করছে, প্লীজ আপনারা এখন থামুন। প্লীজ..........................!

কিন্তু কে শোনে কার কথা। বরং লোপার এমন কাঁদো কাঁদো স্বরের অনুনয় শুনে ওদের নোংরামি আরো বেড়ে গেল। আসলাম পেছন থেকে ওর মুখ চেপে ধরল। আর আকরাম ওর হাত দুটি চেপে ধরে ওর গুদে ওর বিশাল ধোনটি ঢুকিয়ে দিল।

এবার শুরু হলো স্যান্ড উইচ চোদন। সারা ঘরে শুধু পচ পচ ফচ ফচ পচ পচ ফচ পচ ফচর ফচ, পচ , ফচ, ফচ, পচ শব্দ। আর আসলাম আকরামের গরম নিশাঃষের শব্দ। মাঝে মাঝে লোপার পোঁদে আসলাম থাপ্পর মারছে।

লোপাকে ওরা একদম নির্মম ভাবে যৌন অত্যাচার করছে । দুই শক্তিশালী পুরুষের মাঝখানে পড়ে অসহায় লোপার নরম শরীরটা যেন একদম পিষে যাচ্ছে। এই সময় লোপার মনে পড়ল, ওরা কেউ কনডম ইউজ করেনি। সে আসলামের জন্য চিন্তা করল না, কিন্তু আকরাম ওর যোনীতে ঢোকাচ্ছে, ওকে নিষেধ করতে হবে যেন ও যোনীর ভেতর বীর্য না ফেলে। সে আকরামকে কাতর স্বরে বলল

-আকরাম ভাই, প্লীজ, আপনি ওখানে বীর্য ফেলবেন না, আমি প্রেগন্যান্ট হতে চাই না।

-ওখানে বলতে কোনখানের কথা বলছ, আমি বুঝতে পারছি না। নোংরা হাসি হেসে বলল আকরাম।

-আমার গোপন অংগে, যেখানে আপনি এখন আপনার লিংগ ঢুকাচ্ছেন।

-গোপন অংগ! হাঃ হাঃ। নামকি এটার ?

লোপার ইচ্ছা হচ্ছে এই লোকটাকে চলন্ত ট্রাকের তলায় ফেলে দিতে। চূড়ান্ত অসভ্য এই লোক।

-কী হল, নামটি বলনা ডিয়ার।

-যোনি।

-উহুম, এসব যোনি টোনি বললে আমি বুঝিনা, আমাকে একটু অন্যভাবে বল। এটার একটা খারাপ নাম ও আছে। সেটাই বল একটু শুনি।

© www.NilNirjon.com

© WWW.NILNIRJON.COM
(Valobashar Onno Onghsho NilNirjon)

-আমি আর অন্য কোন নাম জানিনা, আমি আপনার মতো খারাপ কথা জানিনা।
-ওঃ, আমি খারাপ। আর তুই ধোয়া তুলসি পাতা?
-আমি সেটা মিন করিনি, আহঃ।।।।।।।।।।।উফফফফফফফফফফফফফ।।।।।।।।।।।।।।।।মাগো ।।।।।
লোপার কাঁধে আরেকটি কামড় বসিয়ে দিল আসলাম পেছন থেকে পোঁদ মারতে মারতে।
-ওই তুই কি মিন করলি তাহলে, বল ।
-আমি বলছি যে, আমি খারাপ কোন কথা জানিনা।
-নো চিন্তা ডিয়ার, আমি তোমাকে শেখাচ্ছি---তোমার এই গোপন অংগের নাম গুদ। বল এখন আমি তোমার কোথায় মাল ফেলব না?
এমন নোংরা কথা বলার ইচ্ছা না থাকা সত্তেও লোপা বলল
-প্লীজ আমার গুদে আপনি বীর্য ফেলবেন না।
-এক শর্তে আমি গুদে মাল না ফেলতে রাজী আছি আর সেটি হল তোর মুখে আমি মাল ফেলব আর তুই হা করে তা খেয়ে নিবি। রেগে গেল আবার আকরাম।
-না--ছিঃ। কী বলছেন এসব!
-তাহলে তো তোমাকে পোয়াতি করতেই হয়। এই বলে আকরাম আরো জোরে জোরে লোপার গুদে ধোন দিয়ে ঠাপ মারতে লাগল।
-উহঃ.........উফ-------আচ্ছা, আমি তাই করব। তবুও আমার এই সর্বনাশ করবেন না। প্লীজ।
আহ..................................উফ.. !!!!!!!!!!!!
আসলাম আর আকরাম লোপার এই মিনতি শুনে ঘর কাঁপিয়েঅশ্লীল হাসি হাসল । আসলাম হঠাৎ লোপার পোঁদে ঠাপের গতি তীব্র করল, আর একটু পরেই লোপার গলায় দাঁত বসিয়ে দিয়ে লোপার পোঁদের গভীরে গরম গরম ঘন বীর্য ফেলল, আর চরম ত্রীপ্তি পেল। কারন এমন নরম শরীর লোপার, আর অসম্ভব নরম মাখনের মতো পোঁদ। সেই পোঁদের ভেতর সে মাল ফেলেছে।
এদিকে আকরামের ও প্রায় হয়ে আসল, সে মাল বের হওয়ার একটু আগেই লোপার টাইট গুদ থেকে ওর বিশাল ধোনটি বের করে লোপার মুখের সামনে নিয়ে আসল। যদিও লোপা বলেছে, সে আকরামের বীর্য মুখে নেবে, কিন্তু ওর প্ল্যান হচ্ছে, আকরামের ধোন থেকে বীর্য বের হওয়ার সাথেই সাথেই সে মুখ অন্যদিকে সরিয়ে নেবে।
কিন্তু ওর সেই প্ল্যান সফল হলনা, কারন, আসলাম পেছন থেকে ওর মাথা আর মুখ শক্ত করে ধরে রেখে দুই দিক থেকে হাত দিয়ে চাপ দিয়ে জোড় করে ওর মুখ হা করিয়ে রাখল। আর লোপার সেই সুন্দর মুখের মধ্যে আকরাম তার ধোনের মুন্ডোটা ঢুকিয়ে একটু পরেই গরম সাদা সাদা ঘন বীর্য ফেলল। আকরামের সাদা বীর্যে লোপার মুখ ভর্তি হয়ে গেল। সে বাধ্য হয়ে এর অনেকটুকু গিলে ফেলল। আর বাকিটুকু থু করে কার্পেটে ফেলে দিল। আকরাম সেটা দেকে অগ্নিমূর্তি ধারন করল। বলল
-হারামজাদি মাগী। তুই মুখ থেকে আমার মাল মাটিতে ফেলে দিলি! তোকে তো শাস্তি দিতে হবে। আসলাম ভাই -- এই চোদমারানিকে শক্ত করে ধরেন তো---শুধু পোঁদটা আর পিঠটা আমার দিকে রাখবেন।
আসলাম হাসতে হাসতে তাই করল। লোপা ভয়ে কেঁপে উঠল, কারন সে দেখল আকরাম ওর খুলে রাখা প্যান্ট থেকে মোটা বেল্টটি খুলল। এবার সে লোপার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল, আর বেল্ট দিয়ে নির্মমভাবে লোপার নরম পোঁদের দাবনা দুটোতে মারতে লাগল।
প্রতিটা আঘাতের সাথে সাথে ও ব্যথায় কঁকিয়ে উঠছে। কিন্তু দুই কামাসক্ত পুরুষের তাতে যৌন উত্তেজনা বাড়তেই লাগল। আর এই উত্তেজনার বশেই সুন্দরী, সেক্সী, নিস্পাপ লোপাকে ওরা দুই পুরুষ পাশবিক ভাবে সারারাত ধরে ভোগ করল , পায়ুকাম করল, মুখ মেহন করাল, লোপার নরম শরীরটাতে অসংখ্য মারের দাগ বসিয়ে দিল।
রাতে যখন ওরা আবার স্যান্ডউইচ চোদন দিচ্ছিল, লোপার নরম শরীর আর সহ্য করতে পারেনি, সে অজ্ঞান

© www.NilNirjon.com

© WWW.NILNIRJON.COM
(Valobashar Onno Onghsho NilNirjon)

হয়ে পড়েছিল।
সকালে যখন লোপার ঘুম ভাংলো, তখন ও আকরাম আর আসলামের দুই শরীরের মাঝখানে এবং তখনো ওর যোনিতে আসলামের লিঙ্গ আর নিতম্বের ছিদ্রে আকরামের লিঙ্গ ঢোকানো ছিল।
সে আস্তে আস্তে ওদের লিঙ্গ দুটি বের করল ওর গোপন অংগ থেকে। কোনমতে বিছানা ছেড়ে নামল। সারা শরীরে ব্যথা। বাথরুমের আয়নায় দেখতে পেল ওর ফর্সা দেহে ওদের কামড়ের দাগ, মারের দাগ।
সে কাপর চোপর পরে নিতেই আকরাম আর আসলাম ঘুম থেকে উঠে আসল। ওরা জোর করে ওকে অনেকক্ষণ ধরে কিস করল, আর ওর কাপরের উপড় দিয়েই ওর নরম শরীরটা দলাই মলাই করল। এরপর এপয়েন্টমেন্ট লেটারটি ওর সায়ার ভেতর গুঁজে দিল আসলাম।

লোপা ওদের সব নোংরামি সহ্য করে অবশেষে এই ভয়ংকর বাড়িটি থেকে বের হয়ে আসল। দারোয়ান ওকে গেট খুলে দিতে দিতে বিশ্রীভাবে হেসে বলল
-দুইজনরে একসাথে মজা দিসেন, তাইনা আপামনি? আপনি তো মাল ভালোই, আপনের যা একখান পোঁদ। তাই সারারাত আপনের নরম বডির উপরে এই কাজটা হইছে না ?--এই বলে সে তার বাম হাতের তর্জনি আর বুড়ো আংগুল দিয়ে একটি রিং বানালো আর ডানহাতের তর্জনিটি সেই রিং এ দ্রুত ঢোকাতে আর বের করতে লাগল।
লোপা ওর দিকে তাকিয়ে ভেবেছিল একটি চড় মারবে, কিন্তু ভেবে দেখল, ওকে নিয়ে সারারাত যারা ফুটবলের মতো খেলেছে, তাদের কিছু করতে পারেনি, আর একে কি বলবে।

© www.NilNirjon.com